দৈনিক সংবাদ

FEB. 29 2000

63

২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ৭ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা

হারুন উর রশীদ ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে চলছে সরকারি অর্থের হরিলুট। একশ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারি কোন আদেশ ছাড়াই অবৈধভাবে একাধিক টাইম স্কেল নিয়ে টাকা তুলে আত্মসাৎ করছেন। কেউ কেউ অবৈধভাবে নিচ্ছেন পদোন্নতি। গার্ড থেকে ভান্ডার কর্মকর্তা হয়েছেন একজন। এরকম ৭ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা দায়ের করেছে। তারা অবৈধ পদোন্নতি ছাড়াও সরকারের ২২ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। আরো বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একই অভিযোগে তদন্ত চলছে।

গত রোববার দুর্নীতি দমন ব্যুরোর (টাস্ক ফোর্স-৩) পরিদর্শক সৈয়দ আহমেদ বাদি হয়ে মতিঝিল থানায় ওই ৭ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ৬টি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নম্বর ঃ ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১ ও ১২২। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০, ১০৯ ও ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলার আসামিরা হলেন পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গ্রন্থাগারিক মোঃ নূরুল ইসলাম, ভান্ডার কর্মকর্তা ইমাম হোসেন, ভান্ডার কর্মকর্তা মোঃ গোলাম হোসেন, ভান্ডার কর্মকর্তা মোঃ সিদ্দিক ভুঁইয়া, সহকারী বিতরণ নিয়ন্ত্রক এম.এ সামাদ, সেকশন অফিসার একেএম শামসুজ্জামান এবং সাবেক প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও বর্তমানে মানিকগঞ্জ ঘিওর কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল মোত্তালিব।

এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছেঃ সাবেক প্রধান হিসাব রক্ষণ কমকর্তা আবদুল মোত্তালিব অপর ৬ জনের অর্থ আত্মসাৎ ও অবৈধ পদোন্নতিতে সহায়তা করেছেন।

মোঃ নূরুল ইসলাম '৭২ সালে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে মুদ্রাক্ষরিক পদে যোগ দেন। এরপর তিনি ৪টি প্রমোশন পেয়ে গ্রন্থাগারিক হন। এসময়ে তিনি অবৈধভাবে অতিরিক্ত ৩টি টাইম স্কেল নিয়েছেন। তিনি বর্তমানে তার প্রাপ্য বেতনের চেয়ে ২ ধাপ

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩